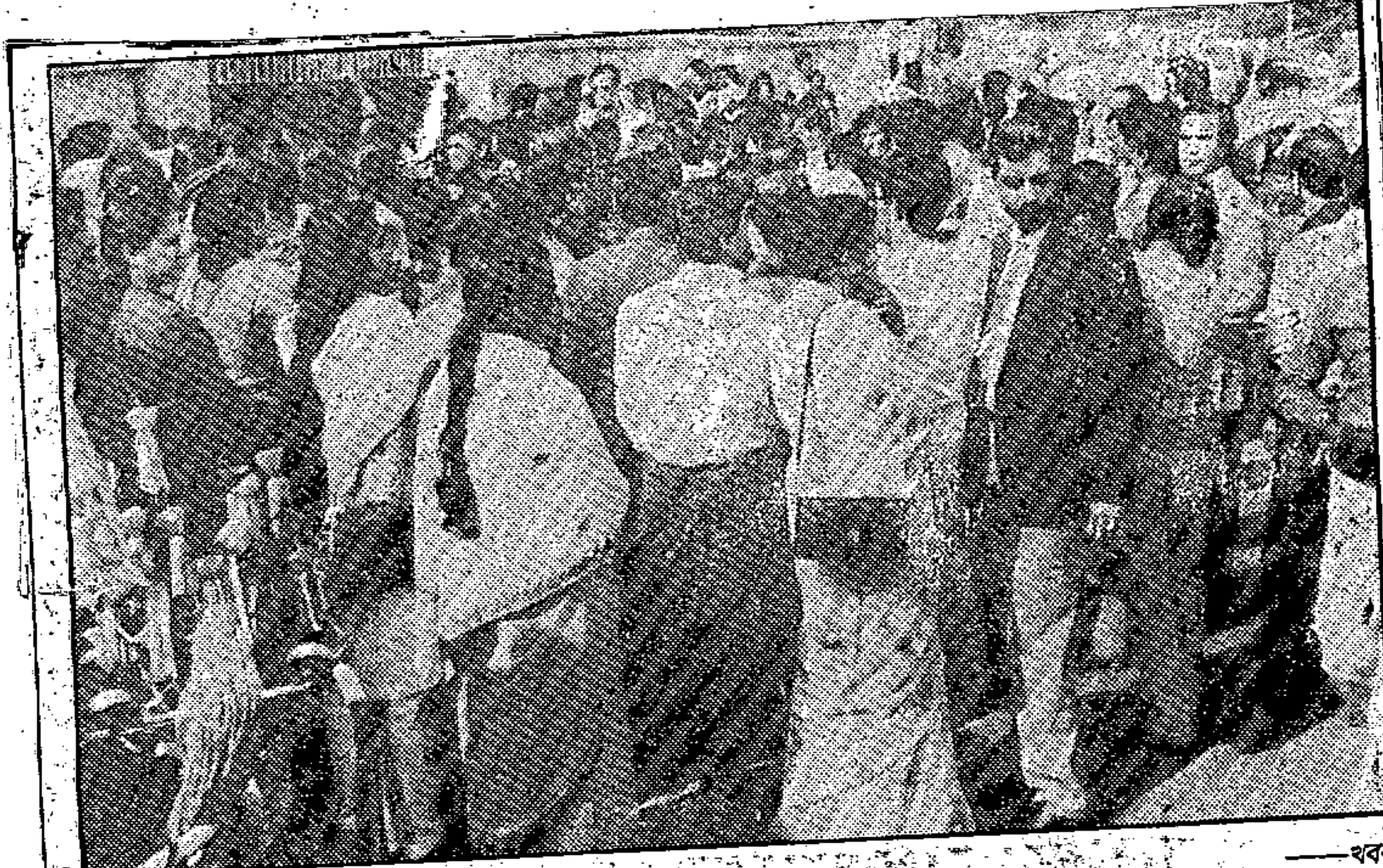




স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্কুল প্রাঙ্গণে উৎকণ্ঠিত অভিভাবক

ভর্তি সংকটের সমাধান কই?

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

আসন সংখ্যা একশ, আবেদনপত্র জমা পড়েছে তিন হাজার।

রাজধানীর অন্যতম নামকরা হলিক্রস স্কুলে কেজি ক্লাসে ভর্তির এ চিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলগুলোতেও অবস্থা খুব ব্যতিক্রমী নয়।

উদয়ন স্কুলে নার্সারিতে আসন সংখ্যা দেড়শ। গতকাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গভঃ ল্যাবরেটরী, ভিখারুমেছা নুম বালিকা বিদ্যালয়, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ৭-এর পাতায় দেখুন।

ভর্তি সংকটের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উইলিস লিটল স্কুল, লিটল জুয়েলসহ ভাল সবগুলো স্কুলেই একই অবস্থা। প্রতিটি স্কুলেই অভিভাবকদের দুঃশিষ্টতা, উৎকণ্ঠা আর ভয়াবহ শিশুদের ভিড়। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা।

ভালো স্কুলে তাদের সন্তানদের কিভাবে ভর্তি করা যায়— তা নিয়ে অভিভাবকরা বড়ই চিন্তিত। রাজনৈতিক গোলাযোগের কারণে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো। সরকার এবার একই সাথে রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী ৩০৭টি স্কুলের সবক'টিতেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামীকাল শনিবার এই সময়সীমা শেষ হচ্ছে।

পরীক্ষার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে অভিভাবকরা আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কেননা বিভিন্ন দিনে পরীক্ষা হলে অভিভাবকরা এক স্কুলে ভর্তি করাতে না পারলে তাদের সন্তানদের পরবর্তীতে অন্য স্কুলে ভর্তি করার সুযোগ পান। অবশ্য কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়সীমার চেয়ে ২/১ দিন করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য সময় বাড়িয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু গার্টেনের চেয়ে অভিভাবকরা স্কুলেই তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে বেশী আগ্রহী। এর কারণ অর্থনৈতিক। কিন্তু স্কুলেও তাদের ভর্তি করা দুঃস্বপ্ন ব্যাপার।

ভালো স্কুলগুলোতে গতকাল অভিভাবক ও শিশুদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। খুব সকাল থেকেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তির আশায় নিয়ে গেছেন। ভিড়ের চাপে শিশুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দ্বিধা-কম্পিত ও জড়সড় হয়ে তাদের উপস্থিতি দিয়েছে। শিক্ষার প্রথম পাঠেই বিদ্যালয়ে প্রথমে ঢুকেই তাদের হোঁচ-খেতে হয়েছে। পক্ষান্তরে অভিভাবকদের বিশেষতঃ সন্তানদের মায়ের স্কুল প্রাঙ্গণে অস্থির থাকতে দেখা গেছে।

তাদের সামনে একটাই প্রশ্ন— তাদের সন্তানরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে তো? অন্যান্য ক্লাসের চেয়ে সবচেয়ে বেশী সমস্যা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানোর। রাজধানীর ভালো স্কুলগুলোর মাস্টার্স ক্লাসে উদয়ন স্কুলে ১৫০ আসনের জন্য ৫৫০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। হলিক্রস স্কুলে ১০০টি আসনের জন্য ৩,০০০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

ভালো স্কুলগুলোতে কিন্ডার সন্তানদের ভর্তি করা যায়— সে লক্ষ্যে প্রভাবশালী মন্ত্রীদের কারো অভিভাবকরা আবেদন-নিবেদন করে চলেছেন। এ ছাড়া স্কুলের ডোনার হয়ে অনেক অবস্থাপন্ন অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভর্তির প্রচেষ্টা নিচ্ছে। একশ্রেণীর স্কুল কর্মকর্তাও মোটা অংকে টাকা গ্রহণ করে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের ভর্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বা অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বাদ দিয়ে বলা চলে— সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল সন্তানেরই স্কুলে স্থান সংকুলানে জায়গা নেই। সারাদেশসহ রাজধানীর স্কুলের পরিমাণ অপূরণীয় হওয়ায় অলিতে-গলিতে বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেনে জন্ম হয়েছে। কিন্ডার গার্টেনগুলোতে বেশী পরিমাণ খরচ পড়ে, শিক্ষার মান উন্নত নয় এবং নানা অব্যবস্থার কারণে বেশীর ভাগ অভিভাবকরাই ইদানীং তাদের শিশু-সন্তানদের ভর্তি করাতে অনিচ্ছুক।

তবুও স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে না পারলে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করে দিচ্ছে। এমনও আছে যেখানে গার্টেনে ভর্তি করার পরে স্কুলে ভর্তি করাতে পারলেও অভিভাবকরা সন্তানদেরকে কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করে দিচ্ছে।